"নকলকে না বলি, দিন বদলের দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশটাকে গড়ে তুলি"

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

লাকসাম রোড, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা
ফোন : ০৮১-৭৬৩২৮, ওয়েবসাইট : www.comillaboard.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং : ৪৭/২০১৮

তারিখ : ০৩ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ

২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা এর আওতাধীন অনুমোদিত সকল বিদ্যালয় এবং স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান ও সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের নির্বাচনি পরীক্ষা গ্রহণ, অনলাইনে ফরম পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমা প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কীয় সময়সূচি ও নিয়মাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (Probable list) প্রদর্শন ও ফরম পূরণ ঃ

শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.comillaboard.gov.bd) ০৬/১১/২০১৮ তারিখে দেয়া হবে। উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে ০৭/১১/২০১৮ থেকে ১৪/১১/২০১৮ তারিখের মধ্যে (বিলম্ব ফি) ছাড়া এবং ১৬/১১/২০১৮ থেকে ২১/১১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত (বিলম্ব ফি সহ) Online-এ নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় ফরম পূরণ (eFF) সম্পন্ন করতে হবে।

(ক) প্রতিষ্ঠানসমূহ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.comillaboard.gov.bd) প্রবেশ করে eFF এ ক্লিক করে EIIN ও Password দিয়ে Login করে Probable list এ যেতে হবে এবং Print করে হার্ডকপিতে লালকালি ব্যবহার করে টিক চিহ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থী Select করতে হবে।

(খ) উক্ত হার্ডকপিতে Probable list এ টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শনকৃত Probable list থেকে Select করতে হবে এবং Save বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(গ) Temporary List Print করে ভালভাবে যাচাই /বাছাই করে প্রয়োজন হলে Select/ Unselect করা যাবে।

(ঘ) Pay info-তে ক্লিক করার পর Pay Slip Print করতে হবে। নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় (যে শাখায় সোনালী সেবা চালু আছে) Pay Slip এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জমা প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য Pay Slip Print করে ব্যাংকে টাকা জমা দানের পর আর কোন অবস্থাতেই Select/ Unselect করা যাবে না। তবে ব্যাংকে টাকা জমা দানের পূর্বে Select/ Unselect করলে পুনরায় Pay Slip প্রিন্ট করে নিতে হবে।

(ঙ) ফি এর টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে Final Submit Button Active হবে। অতঃপর Final Submit এ ক্লিক করে Final Candidate List প্রিন্ট করতে হবে। উল্লেখ্য Final Submit না করলে পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণ নিশ্চায়ন সম্পন্ন হবে না।

(চ) Final Candidate List Print করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করবেন।

২। ফরম পূরণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন :

কোন কোন প্রতিষ্ঠানে একই নামের দুই বা ততোধিক শিক্ষার্থী থাকতে পারে। এক্ষেত্রে অনলাইনে ফরম পূরণের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক কোন ছাত্র/ছাত্রী ফরম পূরণ কার্যক্রম থেকে বাদ পড়ে না যায় এবং ফরম পূরণ করা ছাত্র/ছাত্রীর স্থলে একই নামের ফরম পূরণ না করা অন্য ছাত্র/ছাত্রীর নাম অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। ছাত্র/ছাত্রীর নাম, পিতা/মাতার নাম, জন্ম তারিখ ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে দক্ষ লোক দ্বারা অনলাইনে ফরম পূরণের চূড়ান্ত (Final) কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৩। অনলাইনে ফরম পূরণে Password এর ব্যবহার ঃ ২০১৮ সনের জেএসসি পরীক্ষায় যে Password দ্বারা ফরম পূরণ করা হয়েছিল তা ব্যবহার করে ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষার অনলাইনে ফরম পূরণ (eFF) কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৪। পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রিন্ট কপি এবং পরীক্ষার্থীর ফি বাবদ সোনালী সেবার মাধ্যমে জমাকৃত পে-স্লিপ এর মূলকপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধান সংরক্ষণ করবেন। যে কোন প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ চাইলে ঐ প্রিন্ট কপি এবং পে-স্লিপের কপি সরবরাহ করতে হবে।

i) পরীক্ষার ফি কোন অবস্থাতেই নগদ টাকা, পে-অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার, ডিডি, সিকিউরিটি ডিপোজিট রসিদ অথবা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে দেয়া যাবে না।

ii) কোন অবস্থাতেই পরীক্ষার ফি জমা দানের টিটির কপি, পে-স্লিপ, প্রিন্ট আউট কপি ও অন্যান্য কাগজপত্র ডাকযোগে পাঠানো যাবে না।
[বিঃ দ্রঃ ফরম পূরণ বিষয়ক কোন হার্ডকপি বা পে-স্লিপ বোর্ডে জমা দিতে হবে না।]

৫। ফরম পূরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের সময়সূচি ঃ

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
(ক)	রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে জিপিএ উন্নয়ন এবং আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়/ বিষয়সমূহে এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী (যার ক্ষেত্রে যত বিষয় প্রযোজ্য) হিসেবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীগণের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবরে আবেদনের শেষ তারিখ :	২৫/১০/২০১৮
(খ)	নির্বাচনি (টেস্ট) পরীক্ষা গ্রহণসহ ফল প্রকাশের শেষ তারিখ	০৫/১১/২০১৮
(গ)	অনলাইনে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (Probable list) প্রদর্শন	০৬/১১/২০১৮
(ঘ)	অনলাইনে ফরম পূরণ (বিলম্ব ফি ছাড়া)	০৭/১১/২০১৮ হতে ১৪/১১/২০১৮
(ঙ)	বিলম্ব ফি ছাড়া সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার মাধ্যমে অন লাইনে ফি জমা দেয়ার শেষ তারিখ	১৫/১১/২০১৮
(চ)	১০০/- (একশত) টাকা হারে বিলম্ব ফিসহ অন লাইনে ফরম পূরণ	১৬/১১/২০১৮ হতে ২১/১১/২০১৮
(ছ)	পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০ (একশত) টাকা হারে বিলম্ব ফি সহ সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার মাধ্যমে অনলাইনে ফি জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২২/১১/২০১৮

৬। বিভিন্ন ফি এর হার ঃ

(ক) ফি এর হার ঃ

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
পরীক্ষার্থীর প্রকার	পরীক্ষার ফি (প্রতিপত্র)	ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি (প্রতিপত্র)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী	সনদ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	রিটেনশন ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	তালিকাভুক্ত অনুমতি ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	স্কাউট/গালর্স গাইড ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরি ফি
নিয়মিত পরীক্ষার্থী	৯০.০০	বোর্ড = ২০.০০ কেন্দ্র = ১০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	×	×	১৫.০০	৫.০০	প্রতি প্রতিষ্ঠান ৩০০.০০
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষা দেয় নাই	৯০.০০	বোর্ড = ২০.০০ কেন্দ্র = ১০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	১০০.০০	×	১৫.০০	৫.০০	
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষা দিয়েছে/ আংশিক বিষয়ে পরীক্ষার্থী	৯০.০০	বোর্ড = ২০.০০ কেন্দ্র = ১০.০০	৩৫.০০	×	১০০.০০	×	১৫.০০	৫.০০	
জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	৯০.০০	বোর্ড = ২০.০০ কেন্দ্র = ১০.০০	৩৫.০০	১০০.০০-	×	১০০.০০	১৫.০০	৫.০০	

(খ) বিলম্ব ফি ঃ প্রতি পরীক্ষার্থী (যার বেলায় প্রযোজ্য) ১০০.০০ (একশত) টাকা।

(গ) বিশেষ অনুমতি ফি ঃ প্রতি পরীক্ষার্থী (যার বেলায় প্রযোজ্য) ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা

(ঘ) কেন্দ্র ফি (কেন্দ্রের প্রাপ্য) ঃ

i) এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীসহ সকল প্রকার পরীক্ষার্থী যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেই প্রতি পরীক্ষার্থী ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা।

ii) এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীসহ সকল প্রকার পরীক্ষার্থী যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে প্রতি পরীক্ষার্থী ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা।

(ঙ) ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি সংক্রান্ত :

i) ব্যহারিক পরীক্ষার ফি হিসেবে প্রতি পত্রে শিক্ষার্থী প্রতি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যতীত) ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা হারে আদায় করে ২০.০০ টাকা হারে বোর্ড প্রাপ্য হবে এবং অবশিষ্ট ১০.০০ টাকা হারে সংশিষ্ট কেন্দ্র সচিবকে প্রদান করতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও আনুষাঙ্গিক কর্মসম্পাদনের পর পরই কেন্দ্র সচিব ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে অভ্যন্তরীন পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ০৫/- এবং বহিঃ পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ০৫/- টাকা হারে সম্মানী/ পারিশ্রমিক পরিশোধ করবেন। উল্লেখ্য, ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য বোর্ড টিএ/ ডিএ বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ কোন প্রকার সম্মানী প্রদান করবে না। তাই কোন পরীক্ষককে বোর্ডে কোন প্রকার পারিশ্রমিক বিল জমা দিতে হবেনা।

ii) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিবের নিকট প্রেরণ করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি শিক্ষার্থী প্রতি ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্র ০৭(সাত) টাকা হারে ও প্রতিষ্ঠান ১৮ (আঠার) টাকা হারে প্রাপ্য হবে।

৭। অতিরিক্ত অর্থ ও বকেয়া আদায় সংক্রান্ত ঃ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে বোর্ডের নির্ধারিত ফি ছাড়া অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করা যাবে না। প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য বকেয়া বেতন ও অন্যান্য ফি নির্বাচনি পরীক্ষার সময় আদায় করে নিতে হবে। কোচিং, মডেল টেষ্ট ইত্যাদির নামে ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে কোন অর্থ আদায় করা যাবে না।

৮। এসএসসি পরীক্ষা- ২০১৯ এর ফরম পূরণ সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলি ঃ

(ক) নিয়মিত পরীক্ষার্থী ও তাদের বয়স ঃ

২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীরা ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করবে। তাদের বয়স ১ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে ১৪ (চৌদ্দ) বছর থেকে ২০ (বিশ) বছরের মধ্যে হতে হবে।

(খ) অনিয়মিত/অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী ঃ

i) ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী যারা ২০১৭ এবং ২০১৮ সনের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে কোন অবস্থাতেই নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

ii) ২০১৮ সনের এসএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৪র্থ বিষয় বাদে এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তারা ইচ্ছা করলে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ও অংশগ্রহণ করতে পারবে।

iii) ২০১৭ সনের এসএসসি পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয় বাদে এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ২০১৮ সনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি বা অংশগ্রহণ করে পুনরায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় পূর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অথবা সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আংশিক বিষয়ে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

(গ) মেয়াদ উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ঃ

i) ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীগণ যাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ অথচ ৪র্থ বিষয় বাদে এখনো এক বিষয়ে অকৃতকার্য আছে সে সকল শিক্ষার্থীরা বিশেষ বিবেচনায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ কেবলমাত্র ১(এক) বৎসরের জন্য নবায়ন করে ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অকৃতকার্য বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ii) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতি পরীক্ষার্থীর জন্য রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি বাবদ ২০০.০০ (দুইশত) টাকা হারে বোর্ডের সচিবের অনুকূলে সোনালী ব্যাংকের ডিডি এর মাধ্যমে বোর্ডের হিসাব আয় শাখায় অগ্রণীপত্র ও ডিডি জমা প্রদান পূর্বক প্রাপ্ত রসিদের ছায়াকপিসহ পরীক্ষার্থীর মূল প্রবেশপত্র, মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও টেবুলেশন শীটের ফটোকপি আগামী ২০/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মাধ্যমিক শাখায় জমা দিয়ে বোর্ড কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে বিগত বছর যারা রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে, তারা পুনঃ নবায়ন করে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবে না।

(ঘ) আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের জিপিএ নির্ধারণ ঃ

আংশিক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের প্রাপ্ত জিপিএ সংরক্ষিত থাকবে। ২০১৯ সনের পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণকৃত বিষয়/বিষয়সমূহের জিপিএ-র সাথে পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের সংরক্ষিত জিপি যোগ করে তাদের জিপিএ নির্ধারণ করা হবে।

(ঙ) জিপিএ উন্নয়ন ঃ

যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ এর এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে, এমন পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে জিপিএ উন্নয়নের জন্য ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। ২০১৯ সালের পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে। জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীকে পূর্বের পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের সত্যায়িত ফটোকপি পরীক্ষার্থীদের প্রিন্ট আউট কপির সাথে বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৬ এর এসএসসি পরীক্ষায় এক থেকে চার বিষয়ে (ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া) অকৃতকার্য হয়ে ২০১৮ এর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য ২০১৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(চ) বহিস্কৃত পরীক্ষার্থী ঃ

বহিস্কৃত পরীক্ষার্থীদের শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে এবং রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকলে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে না।

(ছ) চতুর্থ বিষয়ের সুবিধা ঃ

২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীরা ২০১৭ ও ২০১৮ সনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে থাকলে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে সকল বিষয়ে ২০১৯ সনে পরীক্ষা দিলে চতুর্থ বিষয়ের সুবিধা পাবে এবং ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থী যারা ২০১৭ ও ২০১৮ সনের এসএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ৪র্থ বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় পূর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হলে তারা ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা পাবে। আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থীরা ৪র্থ বিষয়ে অনুত্তীর্ণ থাকলে ৪র্থ বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

(জ) পাঠ্যসূচি ঃ

i) ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ২০১৬ সালের সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

ii) ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ২০১৯ সালের সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

iii) **২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়সমূহ এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের স্বাক্ষর সম্বলিত কপি কেন্দ্র সচিবকে সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।**

(ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন ঃ

কোন অবস্থাতেই এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে পিতা/মাতা/অভিভাবকের বদলি/যুক্তি সংগত বা অন্য কোন কারণে বোর্ডের অনুমতি নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে থাকলে সকল প্রামাণ্য কাগজপত্র (সত্যায়িত ফটোকপি) প্রিন্ট কপির সাথে মাধ্যমিক শাখায় জমা দিতে হবে।

(ঞ) প্রতিবন্ধি পরীক্ষাথী ঃ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধি, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধি, বুদ্ধি প্রতিবন্ধি এবং যাদের হাত নেই তারা শ্রুতি লেখক সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে চাইলে প্রবেশপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপিসহ পরীক্ষার্থী এবং শ্রুতি লেখক উভয়ের চার কপি করে পাসপোর্ট আকারের ছবি, শ্রুতি লেখকের অভিভাবকের সম্মতিপত্র, শ্রুতি লেখক যে প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে সে প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন পত্র এবং প্রতিবন্ধির সনদসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে আবেদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীকে শ্রুতি লেখক নিয়োগ করতে হবে।

(ট) নির্বাচনি পরীক্ষা ঃ

জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ব্যতীত অন্যান্য সকল পরীক্ষার্থীর জন্য নির্বাচনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। তবে যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোমধ্যে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে নির্বাচনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়টি শিথিলযোগ্য। বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত নির্বাচনি পরীক্ষার উত্তরপত্র সমূহ ২০১৯ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে সংরক্ষণ করতে হবে; যাতে বোর্ড চাইলে তা সরবরাহ করা যায়।

(ঠ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়/বিষয়সমূহ ঃ

শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ডে উল্লিখিত বিষয়/বিষয় সমূহেই তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বোর্ডের অনুমতিক্রমে বিষয় পরিবর্তন না করে রেজিস্ট্রেশন কার্ড বহির্ভূত বা পাঠ্যসূচিতে গুচ্ছ বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয় সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহণকৃত উক্ত বিষয়/ বিষয় সমূহ বাদ দিয়েই পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করা হবে।

(ড) প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ঃ কোন ছাত্র/ছাত্রী প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(ঢ) অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের বিগত বছরের প্রবেশপত্র সংরক্ষণ ঃ অনলাইনে ফরম পূরণকৃত অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের বিগত বছরের প্রবেশপত্রগুলো ফরম পূরণের প্রক্রিয়া শেষে বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

৯। **ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ঃ**

যে সকল প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা দেয়ার বোর্ডের অনুমতি আছে সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিম্নের ছক অনুযায়ী দুই কপি তালিকা উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক) এর নিকট হাতে হাতে আগামী ২০/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এতে শিক্ষার্থীদের কোন অসুবিধা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন। ইংরেজি ভার্সনে পাঠদানের বোর্ডের অনুমতি পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

কেন্দ্রের নাম ও কোড	শাখা	বিষয় ও বিষয় কোড	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষাবর্ষ

১০। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের তথ্যাবলি বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়া নির্ধারিত ছকে অনলাইনে প্রেরণ ঃ**

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের আওতাভূক্ত সকল সরকারি, এমপিওভুক্ত ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল/ স্কুল এন্ড কলেজ) কর্মরত সকল শিক্ষকগণের তথ্যাবলি আগামী ৩০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়া (eTIF) এ নির্ধারিত ছকে অন লাইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যারা এখনও (eTIF) এ অন্তর্ভুক্ত হননি তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রধান পরীক্ষক বা পরীক্ষক হিসেবে (eTIF) পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক হতে হবে। তবে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ননএমপিও শিক্ষক, অতিথি শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, অফিস সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর (eTIF) এর তথ্য প্রেরণ করা যাবে না। (eTIF) তথ্য প্রেরণ না করলে এসএসসি পরীক্ষা- ২০১৯ এর প্রধান পরীক্ষক বা পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন না। বর্তমানে অত্র বোর্ডের সকল প্রকার পারিশ্রমিক বিল সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। তাই সকলকে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় হিসাব খোলে ১৩ (তের) সংখ্যার ব্যাংক হিসাবটি সচল রাখা এবং হিসাব নম্বরের বিপরীতে বোর্ডে সরবরাহকৃত মোবাইল নম্বরটি সংযোজন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল। উল্লেখ্য সকলকে (eTIF) পূরণ করার সময় সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখার ১৩ (তের) সংখ্যার সচল ব্যাংক হিসাব(প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করতে হবে), মোবাইল নম্বর, প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক হওয়ার বিষয়, বিষয়কোড সুস্পষ্টভাবে অনলাইনে প্রেরণ না করলে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিয়োগ/পারিশ্রমিক বিল প্রদানে কোন প্রকার জটিলতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন। অনলাইনে তথ্য প্রেরণের হার্ড কপিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের স্বাক্ষর নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান সংরক্ষণ করবেন।

[বিঃ দ্রঃ যে সকল শিক্ষকগণ পূর্বে (eTIF) আবেদন পূরণ করেছেন তাঁদেরকেও হালনাগাদ তথ্য প্রদান করতে হবে। এছাড়া যে সকল শিক্ষক প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করেছেন অথবা বদলী হয়েছেন তাঁদের পূর্বের প্রতিষ্ঠানের তালিকা হতে নাম কর্তন করে বর্তমানে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।]

১১। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত এসএসসি পরীক্ষা- ২০১৯ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরম পূরণের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

০৩/১০/১৮

(ড. মোঃ আসাদুজ্জামান)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
ফোন ঃ ০৮১-৭৬১৭২

স্মারক নং : পরী/মাধ্য/এসএসসি/২০১৮/৩৭৬(১৭)

তারিখ : ০৩ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
৩। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা/ রাজশাহী/ যশোর/চট্টগ্রাম/ সিলেট/বরিশাল/ দিনাজপুর
৪। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা/ চাঁদপুর/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ নোয়াখালী/ ফেনী/ লক্ষ্মীপুর
৫। পুলিশ সুপার, কুমিল্লা / চাঁদপুর/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ নোয়াখালী/ ফেনী/ লক্ষ্মীপুর
৬। উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা), মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
৭। জেলা শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা / চাঁদপুর/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ নোয়াখালী/ ফেনী/ লক্ষ্মীপুর
৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা
৯। সকল কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
১১। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা
১২। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল বিদ্যালয় এবং স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান
১৩। সকল সেকশন অফিসার, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
১৪। ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, বি.আই.এস.ই. বিল্ডিং শাখা, লাকসাম রোড, কুমিল্লা
১৫। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের হিসাব (আয়) শাখা
১৬। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি ফলক
১৭। সংরক্ষণ নথি।

03.10.18

(মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম)
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
ফোন ঃ ০৮১-৭৬৪৬১
ইমেইলঃ dcscomillaboard@gmail.com